MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

ASSIGNMENT (any one)

Academic year – 2023-24 department – Bengali

TOPIC – ১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুরারি শীল এবং ফুল্লরা সম্পর্কে আলোচনা করো।

Full mark – 10

২। মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত ভাঁড়ু দত্ত এবং সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। আধুনিক মতে মুকুন্দের কাব্যে দুঃখবাদ

৪। কবি মুকুন্দের কাব্যে আধুনিকতা তথা অভিনবত্ব।

Full Name – Silpa Bera ROLL NO. – 3734

Subject – Bengali (MA) paper – 104

Semester – 1st

Date of submission – 29.11.23

Student signature Professor signature

Silpa Bera

৩। মুকুন্দের কাব্যে দুঃখবাদ (আধুনিক মতে)

উত্তর, দুঃখবাদ এক ধরনের জীবনদর্শন, যেখানে, দুঃখকেই জীবনের চরম সত্যরূপে কল্পনা করে, হতাশা, গ্লানি প্রভৃতি নেতিবাচক অনুভূতিগুলির আরাধনা করা হয়।

মুকুন্দের কাব্যে প্রথমাবধি দুঃখদায়ক ঘটনার বাহুল্য দেখে, মুকুন্দকে অনেকে দুঃখবাদী কবি বলতে

চান। কিন্তু মূল কাব্যের ভাষ্যপ্রায় বিচার করলে, মুকুন্দকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখবাদী কবি বলা যায় না। বিষয়টি কারণসাপেক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কবি তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা বলেছেন। রাজশক্তির অত্যাচারে কবি ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন। পথে শত্রু-মিত্র দুইয়েরই সাক্ষাৎ পেয়েছেন। অবশেষে জমিদার বাঁকুড়া রায় এবং তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয় লাভ করেছেন। তার জীবনের দুঃখ দৈন্যের পরিসমাপ্তি এইখানে ঘটেছে। এই ঘটনার বিবরণ কবি নিজেই দিয়েছেন। পুকুরের পাড়ে পূজার্চনার আয়োজন করেছেন, তণ্ডুলের পরিবর্তে শালুক-পোড়া নিবেদন করেছেন, শিশুপুত্রের অন্নের জন্য ক্রন্দন ও শুনেছেন, দুর্বৃত্ত পথচারীর হাতে সর্বস্ব খোয়ানোর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে যেমন তার নিদর্শন মিলবে, তেমনি পরবর্তী কাব্যাংশগুলিতে তার স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

'পশুদের ক্রন্দন' অংশটি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে বর্ণিত সামাজিক ঘটনার রূপক বলে বিবেচনা করা যায়। এখানে কালকেতুর দ্বারা অত্যাচারিত পশুরা দেবী অভয়ার কাছে তাদের দুঃখ নিবেদন করছে। এমন একটি পশুসমাজের কথা কবি এখানে শুনিয়েছেন যেখানে পশুরাজ সিংহ অক্ষম। তিনি পশুকুলকে রক্ষা করতে সমর্থ নন। তাই পশুরা দেবী অভয়ার দ্বারস্থ হয়েছে। এখানে পশুদের দুঃখকথার সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, পশু সমাজ নানা কারণেই আজ বিপর্যস্ত। কোনো পশু তার মাংসের কারণে, কেউ বা শিং, কেউ চামড়া প্রভৃতি বাহ্যিক সম্পদের কারণে উৎপীড়িত। দেবী অভয়ার কৃপায় পশুকুল উদ্ধার পেল, কালকেতুও দেবীর কৃপায় গুজরাট নগরীতে রাজত্ব স্থাপন করলেন।

কালকেতুর গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির আগমন, এবং বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু প্রভৃতি দৃষ্টান্তগুলিতে কবি যে সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবনের ছবি এঁকেছেন তা কবি সম্বন্ধে উত্থাপিত দুঃখবাদের বিষয়টিকে অস্বীকার করে। কালকেতু যখন রাজা হয় প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই ভাবেন। গুজরাট নগরে সমস্ত জাতি সুখে ও শান্তিতে বসবাস করে। ভাঁড়ু দত্তের অত্যাচারের কথা শোনামাত্রই কালকেতু তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

তবুও দারিদ্র্যলাঞ্ছনার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, দারিদ্র্যের আলেখ্যতে জীবনের মাধুর্য কিন্তু এখানে বিনষ্ট হয় না। দারিদ্র্য থাকলেও ধর্মকেতু ব্যাধ। সংসারের শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও ফুল্লরা সযত্নে কালকেতুর ভোজনের আয়োজন করে। বারোমাসের দুঃখের কাহিনী শোনায় ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে, কিন্তু ধনলোভেও সতিনী নিয়ে সংসার করতে চায় না। মুরারি শীল কালকেতুকে প্রবঞ্চনা করতে পারেনি, এমনকি ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি হয়েছে, কলিঙ্গরাজ কালকেতুর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছে। মুকুন্দ এই কাব্যে মানব সমাজের বৈষম্যের হাহুতাশ, মমতার নানা দিক থেকে মানুষের বিপর্যস্ত হওয়ার কথা লিখতে গিয়ে কখনোই নৈরাশ্যবাদের উদ্ধত প্রবক্তা হননি। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, অন্যায় আছে, অত্যাচার আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা প্রভৃতি মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু কখনোই তা জীবনের শেষ কথা নয়। তাই বেদনার উত্তরে প্রাপ্তিকে, অত্যাচারের উত্তরে শান্তি ও ন্যায়কে, দারিদ্র্যের উত্তরে জীবনধর্মকে এখানে জয়ী হতে দেখি। কবি মুকুন্দ এবং তাঁর কাব্য কোনোমতেই দুঃখবাদী ভাবনার বাহক নয়।